

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে
বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ক্ষেত্রে

আফসোস
১০ বছর
২০০৯-২০১৮



বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার



মন্ত্রী
বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার



মুখবন্ধ

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্ন ছিল একটি ক্ষুধা-দারিদ্র্যমুক্ত এবং সুখী, সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার। তাঁর এ স্বপ্ন বাস্তবায়নে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু-কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছেন। আর মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে আমাদের উন্নয়নের এই সংগ্রামে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি হচ্ছে অন্যতম হাতিয়ার এবং বিজ্ঞানী ও প্রযুক্তিবিদেরাই এ কর্মকাণ্ডের প্রধান সৈনিক। তাই আমাদের গভীর উপলব্ধি :

‘পিতা দিয়ে গেল স্বাধীনতা, কন্যা দেখাল পথ
জ্ঞান বিজ্ঞান চর্চার মাঝে দেশের ভবিষ্যৎ।’

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ঘোষিত রূপকল্প অনুযায়ী ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে মধ্যম আয়ের দেশে এবং ২০৩০ সালের মধ্যে এসডিজি অর্জন ও ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে উন্নত দেশে পরিণত করার লক্ষ্যে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় এবং প্রশাসনাধীন সংস্থাসমূহ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি নীতি এবং আইন প্রণয়নসহ উন্নয়নমূলক প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে বর্তমান সরকারের ২০০৯-২০১৮ সময়পর্বে যুগান্তকারী উন্নয়ন সাধন করেছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার জন্য যে রূপকল্প ২০২১ ঘোষণা করেছিলেন, তা এখন বাস্তব। তাই দেশে মানুষ হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করছে :

‘ডিজিটাল বাংলাদেশ আর নয়কো কল্পনা
শেখ হাসিনার “ভিশন ২১” অলীক কোন গল্প না।’

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিষয়ক গবেষণা, উন্নয়ন, প্রযুক্তি উদ্ভাবন, প্রসার ও প্রযুক্তির সফল প্রয়োগের মাধ্যমে দেশ ও জাতির আর্থ-সামাজিক সমৃদ্ধি অর্জনে সহায়তা প্রদান এ মন্ত্রণালয়ের মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। এ সকল কর্মকাণ্ড দেশের মানবসম্পদ উন্নয়ন, দারিদ্র্য বিমোচন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। সেই সাথে বিজ্ঞানমনস্ক জাতি গঠনে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ে মানবসম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিষয়ক গবেষণার জন্য বাজেট বরাদ্দ বৃদ্ধিসহ কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে অধিকতর মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের বিজ্ঞান বিষয়ের প্রতি আকর্ষণ বৃদ্ধির বিষয়ে যথোপযুক্ত উদ্যোগ গ্রহণের লক্ষ্যে মন্ত্রণালয়ের নিরলস প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে।

বাংলাদেশ আজ পরমাণুভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদনের দ্বারপ্রান্তে। পাশাপাশি জীবপ্রযুক্তি, সামুদ্রিক সম্পদ ও বিজ্ঞানের অন্যান্য বিষয়ের ওপর গবেষণা এবং প্রযুক্তির উন্নয়ন ও এর সফল প্রয়োগের মাধ্যমে শীঘ্রই বাংলাদেশ উন্নত বিজ্ঞানচর্চা এবং প্রযুক্তিনির্ভর দেশের সমপর্যায়ে পৌঁছতেও সক্ষম হবে। সাফল্যের এ ধারাবাহিকতা রক্ষা করে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি চর্চা এবং এর সর্বোচ্চ প্রায়োগিক ব্যবহারের মাধ্যমে আমরা জাতির পিতার স্বপ্নের ক্ষুধা-দারিদ্র্যমুক্ত, বৈষম্যহীন ও জ্ঞানভিত্তিক সোনার বাংলা গড়তে সক্ষম হব বলে প্রত্যাশা করি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।



স্থপতি ইয়াফেস ওসমান

গবেষণা ফেলোশিপ প্রদানসংক্রান্ত অর্জন

- বঙ্গবন্ধু ফেলোশিপ কর্মসূচির আওতায় দেশে-বিদেশে এমএস, পিএইচডি এবং পোস্ট ডক্টরাল কোর্সে প্রায় ৮৭ কোটি টাকা ব্যয়ে মোট ৪৭৩ জন ছাত্র-ছাত্রীকে ফেলোশিপ প্রদান করা হয়;
- দেশে বিজ্ঞান চর্চা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিষয়ক গবেষণা ও উন্নয়ন কাজে উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা প্রদানের জন্য বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তি গবেষণা খাত হতে ৩,২২৩টি প্রকল্পের বিপরীতে দেশের বিজ্ঞানী ও বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান বিষয়ের শিক্ষকগণকে মোট ১৫৪ কোটি ৫১ লক্ষ টাকা অনুদান প্রদান করা হয়;
- জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি (NST) ফেলোশিপ কর্মসূচির আওতায় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিসম্পর্কিত গবেষণা ও উন্নয়ন, নীতি ও পরিকল্পনা প্রণয়ন, জরিপ/সমীক্ষা ইত্যাদিসহ বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত পেশায় যথোপযুক্ত প্রশিক্ষণ ও অভিজ্ঞতা অর্জনের সুযোগ প্রদান করার লক্ষ্যে মোট ১১,৭০৬ জন ছাত্র-ছাত্রী/গবেষককে ৬৬ কোটি ৮৫ লক্ষ টাকা ফেলোশিপ প্রদান করা হয়;
- প্রযুক্তি উদ্ভাবন, গবেষণা ও উন্নয়নমূলক (R & D) প্রকল্পের আওতায় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি উদ্ভাবন এবং গবেষণার মান বৃদ্ধির লক্ষ্যে দেশীয় বিজ্ঞানীগণকে তাঁদের চলমান/প্রস্তাবিত ১,১৭৯টি গবেষণা প্রকল্পের জন্য ৬ কোটি ৩৮ লক্ষ টাকা অনুদান প্রদান করা হয়;
- মোট ৬৪৮টি বিজ্ঞানসেবী সংস্থা ও বিজ্ঞানভিত্তিক পেশাজীবী সংগঠন/প্রতিষ্ঠানকে গবেষণা জার্নাল, সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, কর্মশালা আয়োজন এবং বুলেটিন প্রকাশনার লক্ষ্যে ৪ কোটি ৩৯ লক্ষ টাকা অনুদান প্রদান করা হয়;



এনএসটি ফেলোশিপের চেক প্রদান অনুষ্ঠানে
মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

- ❑ বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি ও কেমিক্যাল ক্রয়ের জন্য ৪১৭টি বেসরকারি মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মোট ২ কোটি ৫৯ লক্ষ ১০ হাজার টাকা অনুদান প্রদান করা হয়;
- ❑ দেশে স্থানীয়ভাবে উদ্ভাবিত লাগসই প্রযুক্তির প্রয়োগ ও সম্প্রসারণের নিমিত্তে ১৯২টি উপজেলায় সেমিনার ও প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়।

পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপনসংক্রান্ত অর্জন

- ❑ রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপনের লক্ষ্যে গত ২১ মে ২০১০ তারিখে বাংলাদেশ সরকার এবং রাশান ফেডারেশন সরকারের মধ্যে একটি সমঝোতা স্মারক ও একটি Framework Agreement স্বাক্ষরিত হয়;
- ❑ ২০১০ সালে বাংলাদেশ ও মরক্কো এবং ২০১২ সালে বাংলাদেশ ও বেলারুশের মধ্যে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত সহযোগিতা বিষয়ে দুটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়;
- ❑ গত ২৪ ফেব্রুয়ারি ২০১১ তারিখে রাশান ফেডারেশন সরকারের আর্থিক ও কারিগরি সহায়তায় পাবনা জেলার রূপপুরে ২৪০০ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন একটি পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণসংক্রান্ত চুক্তি অনুস্বাক্ষরিত হয়;
- ❑ গত ২ নভেম্বর ২০১১ তারিখে বাংলাদেশ সরকার এবং রাশান ফেডারেশন সরকারের মধ্যে পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণে একটি সহায়তা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়;
- ❑ বাংলাদেশে নিউক্লিয়ার সেক্টরে দক্ষ জনবল সৃজনের লক্ষ্যে রাশান ফেডারেশনের সাথে একটি সমঝোতা স্মারক গত ৪ জুন ২০১২ তারিখে স্বাক্ষরিত হয়;
- ❑ ২০১৩ সালে বাংলাদেশ ও বেলারুশের মধ্যে পরমাণু শক্তির শান্তিপূর্ণ ব্যবহারসম্পর্কিত একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়;
- ❑ গত ১৫ জানুয়ারি ২০১৩ তারিখে রাশান ফেডারেশনের সহায়তায় ঢাকার বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নভোখিয়েটারে Nuclear Industry Information Centre স্থাপনসংক্রান্ত একটি চুক্তি উভয় সরকারের মধ্যে স্বাক্ষরিত হয়;

- গত ১৫ জানুয়ারি ২০১৩ তারিখ রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ প্রকল্প নির্মাণের প্রাথমিক কার্যাদির জন্য State Export Credit-সংক্রান্ত একটি চুক্তি এবং প্রকল্পের মূল নির্মাণকাজের অর্থায়নের জন্য পৃথক একটি সমঝোতা স্মারক অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ ও রাশান ফেডারেশন সরকারের মধ্যে স্বাক্ষরিত হয়;
- ২০১৪ সালে বাংলাদেশ ও মিশরের মধ্যে ৫ বছর মেয়াদি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত সহযোগিতা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়;
- বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশন এবং রাশান ফেডারেশনের এটমস্ফায়এক্সপোর্টের মধ্যে রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্পের মূল পর্যায়ের কার্যাদির জন্য গত ২৫ ডিসেম্বর ২০১৫ তারিখে General Contract স্বাক্ষরিত হয়;
- রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণ (১ম পর্যায়) প্রকল্পের আওতায় ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান রাশান ফেডারেশনের এটমস্ফায়এক্সপোর্টের সঙ্গে ৪র্থ চুক্তিটি গত ০৭ জানুয়ারি ২০১৬ তারিখে স্বাক্ষরিত হয়;
- গত ২৬ জুলাই ২০১৬ তারিখে প্রকল্পের মূল পর্বের নির্মাণকাজের জন্য রাশান ফেডারেশন সরকার ও বাংলাদেশ সরকারের মধ্যে ১১.৩৮৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের Intergovernmental Credit Agreement (IGCA) স্বাক্ষরিত হয়;
- গত ০৮ এপ্রিল ২০১৭ তারিখে বাংলাদেশ সরকার ও ভারত সরকারের মধ্যে Cooperation in the Peaceful Uses of Nuclear Energy বিষয়ে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়;
- গত ০৮ এপ্রিল ২০১৭ তারিখে ভারতের Global Centre for Nuclear Energy Partnership (GCNEP) এবং বাংলাদেশের Bangladesh Atomic Energy Commission (BAEC)-এর মধ্যে সংস্থা পর্যায়ে Cooperation regarding Nuclear Power Plant Project in Bangladesh বিষয়ে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়;
- গত ০৮ এপ্রিল ২০১৭ তারিখে ভারতের The Atomic Energy Regulatory Board (AERB) এবং বাংলাদেশের Bangladesh Atomic Energy Regulatory Authority (BAERA)-এর মধ্যে Exchange of Technical Information and Cooperation in the Regulation of Nuclear Safety and Radiation Protection বিষয়ে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়;

- গত ৩০ আগস্ট ২০১৭ তারিখে মস্কোতে বাংলাদেশ সরকার এবং রাশান ফেডারেশন সরকারের মধ্যে Cooperation Concerning Return of Spent Nuclear Fuel from Rooppur Nuclear Power Plant to the Russian Federation বিষয়ে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়;



Spent Nuclear Fuel বিষয়ে চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে
মাননীয় মন্ত্রী ছুপতি ইয়াফেস ওসমান

- গত ১ মার্চ ২০১৮ তারিখে মস্কোতে বাংলাদেশ, ভারত ও রাশান ফেডারেশনের মধ্যে Cooperation on Implementation of the Rooppur Nuclear Power Plant Project in Bangladesh বিষয়ে একটি ত্রিপক্ষীয় সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়;
- গত ০৯ এপ্রিল ২০১৮ তারিখে ঢাকায় ভারতের Global Centre for Nuclear Energy Partnership (GCNEP) এবং বাংলাদেশের Bangladesh Atomic Energy Commission (BAEC)-এর মধ্যে সংস্থা পর্যায়ে স্বাক্ষরিত Cooperation regarding Nuclear Power Plant Project in Bangladesh-এর Addendum-I স্বাক্ষরিত হয়;
- গত ২১ জুন ২০১৬ তারিখে বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশনকে রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের Siting License প্রদান করা হয়;

- ❑ ২৪০০ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রে নির্মাণ প্রকল্পের প্রাথমিক পর্যায়ের কাজ ২০১৭-১৮ অর্থবছরে বাস্তবায়ন করা হয়;
- ❑ রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের ইউনিট-১ ও ইউনিট-২-এর Design and Construction License যথাক্রমে ৪ নভেম্বর ২০১৭ এবং ৮ জুলাই ২০১৮ তারিখে বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ইস্যু করা হয়;
- ❑ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কর্তৃক রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের ১ম এবং ২য় ইউনিটের রিঅ্যাক্টর ভবনের প্রথম কংক্রিট ঢালাইকাজ যথাক্রমে ৩০ নভেম্বর ২০১৭ এবং ১৪ জুলাই ২০১৮ তারিখে শুভ উদ্বোধন করা হয়;
- ❑ রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রসহ অন্যান্য পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপন, রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচালনার জন্য গত ১৬ সেপ্টেম্বর ২০১৫ তারিখে নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্ল্যান্ট কোম্পানী অব বাংলাদেশ লিমিটেড (এপিসিবিএল) গঠন করা হয়। এ পর্যন্ত এ কোম্পানীর মোট ৪০টি বোর্ড সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে;

অবকাঠামোগত উন্নয়ন

- ❑ ২০০৯ হতে ২০১৮ মেয়াদে ১৮ হাজার ৫৬০ কোটি ৩৭ লক্ষ ৯২ হাজার টাকা ব্যয়ে মোট ৪২টি উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়;
- ❑ সমুদ্রসম্পদ শনাক্তকরণ, আহরণ, সংরক্ষণ এবং এর বহুমুখী ব্যবহার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ৮ সেপ্টেম্বর ২০১৫ কক্সবাজারে জাতীয় সমুদ্র গবেষণা ইনস্টিটিউট স্থাপন করা হয়। এ প্রতিষ্ঠানে ৮টি অত্যাধুনিক ল্যাবরেটরি স্থাপন করা হয়;
- ❑ ক্যান্সার চিকিৎসা ব্যবস্থাপনা উন্নয়নের লক্ষ্যে সাভারে Nuclear Medical Physics Institute স্থাপন করা হয়। এ প্রতিষ্ঠানে ৩টি অত্যাধুনিক ল্যাবরেটরি স্থাপন করা হয়;



রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের ১ম ইউনিটের প্রথম কংক্রিট ঢালাইকাজের শুভ উদ্বোধন অনুষ্ঠানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

- ❑ প্রাণিজ/মানবটিস্যু পুনর্বাসন শল্যচিকিৎসায় ব্যবহারের জন্য প্রক্রিয়াজাতকরণের লক্ষ্যে Institute of Tissue Banking and Biomaterial Research স্থাপন করা হয়। এ প্রতিষ্ঠানে ৫টি অত্যাধুনিক ল্যাবরেটরি স্থাপন করা হয়;
- ❑ বিশ্বমানের কেমিক্যাল মেজারমেন্ট ও ক্যালিব্রেশন করার জন্য Designated Reference Institute for Chemical Measurement স্থাপন করা হয়। এ প্রতিষ্ঠানে ৫২টি অত্যাধুনিক ল্যাবরেটরি স্থাপন করা হয়;
- ❑ খনিজসম্পদ বিষয়ে গবেষণার জন্য ২২ জানুয়ারি ২০১২-তে জয়পুরহাটে Institute of Mining, Mineralogy and Metallurgy স্থাপন করা হয়। এ প্রতিষ্ঠানে ৩টি অত্যাধুনিক ল্যাবরেটরি স্থাপন করা হয়;
- ❑ নিউক্লীয় নিরাপত্তা নিশ্চিত করে রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপন এবং দেশের অন্যান্য নিউক্লীয় ও বিকিরণ স্থাপনাসমূহের যথাযোগ্য নিরাপত্তা ও নিয়ন্ত্রণ সুনিশ্চিত করার লক্ষ্যে ১২ ফেব্রুয়ারি ২০১৩ বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ গঠন করা হয়;
- ❑ জীবপ্রযুক্তি বিষয়ে গবেষণা ও উন্নয়ন কর্মকাণ্ড সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা ও দক্ষ জনশক্তি সৃষ্টিসহ জাতীয় পর্যায়ে জীবপ্রযুক্তির ইতিবাচক উন্নয়ন ও প্রয়োগের লক্ষ্যে সাভারে ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব বায়োটেকনোলজি স্থাপন করা হয়;
- ❑ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ে প্রযুক্তি প্রসার সেল স্থাপন করা হয়;
- ❑ বাংলাদেশি খাদ্যদ্রব্য ও পশু খাদ্যে অ্যান্টিবায়োটিক, মাইকোটক্সিন ও পেস্টিসাইড রেসিডিউ-এর উপস্থিতি নির্ণয়সংক্রান্ত প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়;
- ❑ অ্যাপ্লিকেশন অব রেডি়েশন প্রসেসিং টেকনোলজি ফর ম্যাটেরিয়ালস পাইলট প্ল্যান্টস ইনস্টিটিউট অব পলিমার টেকনোলজি প্রকল্পের মাধ্যমে ৩৫০ কিলোকিউরি কোবাল্ট-৬০ গামা সোর্স স্থাপন করা হয়;
- ❑ ভূগর্ভস্থ পানিসম্পদ আহরণের জন্য আইসোটোপ হাইড্রোলজির ব্যবহারসম্পর্কিত প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়;
- ❑ মিটফোর্ড, কুমিল্লা, ফরিদপুর, বগুড়া, বরিশাল, খুলনা, ময়মনসিংহ এবং রংপুরে পরমাণু চিকিৎসা কেন্দ্রের গবেষণা ও চিকিৎসাসেবা সম্প্রসারণ এবং আধুনিকায়ন করা হয়;

- ❑ বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশনের ট্রিগামার্ক-২ গবেষণা চুল্লির ব্যবহার শক্তিশালী করা হয়;
- ❑ ইনস্টিটিউট অব নিউক্লিয়ার সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি-এ ট্রেনিং ইনস্টিটিউট, ল্যাবরেটরি এবং টেনডেম অ্যাক্সিলারেটর ফ্যাসিলিটিজ স্থাপন করা হয়;
- ❑ পরমাণু শক্তি কেন্দ্র ঢাকার গবেষণা সুবিধাদির সম্প্রসারণ ও আধুনিকায়ন করা হয়;
- ❑ বাংলাদেশে Very Large Scale Integration (VLSI) প্রযুক্তির জন্য সেন্টার অব এক্সেলেন্স স্থাপন করা হয়;
- ❑ অনুজীবের সাহায্যে খাদ্যসহ মূল্যবান দ্রব্য উৎপাদন ও নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন অনুজীব সংরক্ষণের জন্য প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়;
- ❑ পারমাণবিক নিরাপত্তা বিকিরণ নিয়ন্ত্রণ বিভাগ এবং ট্রিগামার্ক-২ গবেষণা চুল্লির ডিজিটাল নিয়ন্ত্রণব্যবস্থা শক্তিশালী করা হয়;
- ❑ নবজাতকের মধ্যে জন্মগত হাইপোথায়রয়েড রোগের প্রাদুর্ভাব শনাক্তকরণের জন্য ইনস্টিটিউট অব নিউক্লিয়ার মেডিসিন অ্যান্ড অ্যালাইড সায়েন্স, ঢাকায় New born Screening Central Laboratory স্থাপন করা হয়;
- ❑ বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশনের এসএসডি ল্যাবরেটরি সুবিধাদি শক্তিশালী করা হয়;
- ❑ কেমিক্যাল মেজারমেন্টের জন্য আইএসও ১৭০২৫ অ্যাক্রিডেটেড ইনস্ট্রুমেন্টেশন অ্যান্ড ক্যালিব্রেশন সার্ভিস ল্যাবরেটরি স্থাপন করা হয়;
- ❑ নিরাপদ ও মানসম্পন্ন খাদ্য তৈরিতে খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকারীদের সহযোগিতা করার লক্ষ্যে খাদ্য নিরাপত্তা গবেষণাগারের আধুনিকায়ন করা হয়;
- ❑ টুলস ও বায়োমেটালিক ইমপ্ল্যান্টের জন্য বস্তু নির্বাচন ও উন্নয়নের লক্ষ্যে বিসিএসআইআরে অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতিসমৃদ্ধ একটি বিশেষায়িত গবেষণাগার প্রতিষ্ঠা করা হয়;
- ❑ রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপনের প্রাথমিক অপরিহার্য কার্যাবলি সম্পাদন করা হয়;
- ❑ চট্টগ্রাম পরমাণু শক্তি কেন্দ্র স্থাপন করা হয়;

- ▣ বিসিএসআইআরে ইনস্টিটিউট অব ন্যাশনাল অ্যানালিটিক্যাল রিসার্চ অ্যান্ড সার্ভিস স্থাপন করা হয়;
- ▣ ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব বায়োটেকনোলজিতে গবেষণা সুবিধাদি সম্প্রসারণ করা হয়;
- ▣ কক্সবাজারে পরমাণু চিকিৎসা কেন্দ্র ও একটি Sterile Insect Unit স্থাপন করা হয়;
- ▣ বিসিএসআইআরে চট্টগ্রাম ও রাজশাহী গবেষণাগারের অ্যানালিটিক্যাল ও মাইক্রোবায়োলজিক্যাল ল্যাবরেটরি আধুনিকায়ন করা হয়;
- ▣ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নভোথিয়েটারে ১৪টি সায়েন্টিফিক এবং ১৬টি ডিজিটাল এক্সিবিট স্থাপন করা হয়;
- ▣ স্বল্প মূল্যে সৌর বিদ্যুৎ উৎপাদনের প্রযুক্তি উন্নয়ন করা হয়;
- ▣ বিসিএসআইআরের ফাইবার ও পলিমার ল্যাবরেটরি আধুনিকায়ন করা হয়;
- ▣ বিসিএসআইআরের বায়োমেডিকেল ও টক্সিকোলজিক্যাল গবেষণার জন্য অ্যানিম্যাল গবেষণাগার আধুনিকায়ন করা হয়;
- ▣ বিসিএসআইআরের পাইলট প্ল্যান্ট ইউনিট আধুনিকায়ন করা হয়;
- ▣ বিসিএসআইআরের কেমিক্যাল মেট্রোলজি ল্যাবের জন্য Instrumentation & Calibration Service-এর উন্নয়ন করা হয়;
- ▣ মোংলা বন্দরে তেজস্ক্রিয়তা পরীক্ষা ও পরিবীক্ষণ গবেষণাগার স্থাপন করা হয়;
- ▣ ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব নিউক্লিয়ার মেডিসিন অ্যান্ড অ্যালাইড সায়েন্সের সুবিধাদি উন্নয়ন ও শক্তিশালী করা হয়;
- ▣ বিশ্বমানের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর স্থাপনের লক্ষ্যে সমীক্ষা প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়;
- ▣ বাংলাদেশ ওশানোগ্রাফিক রিসার্চ ইনস্টিটিউট, কক্সবাজারে মেরিন অ্যাকুয়ারিয়াম স্থাপনের জন্য সমীক্ষা প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়;
- ▣ ফেলোশিপ অন সায়েন্স অ্যান্ড আইসিটি প্রকল্পের মাধ্যমে দেশে-বিদেশে এমএস, পিএইচডি এবং পোস্ট-ডক্টরাল কোর্সে ফেলোশিপ প্রদান করা হয়;

- ❑ জয়পুরহাটস্থ ইনস্টিটিউট অব মাইনিং, মিনারোলজি অ্যান্ড মেটালার্জিতে ৬২টি অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি সংযোজন করা হয়।
- ❑ ইনস্টিটিউট অব ফুড রেডিয়েশন অ্যান্ড বায়োলজির অবকাঠামো উন্নয়ন ও শক্তিশালী করা হয়;
- ❑ ন্যাশনাল জিন ব্যাংক প্রতিষ্ঠার জন্য প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে;
- ❑ বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদের গবেষণাগারে ৪২৫টি অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি সংযোজন করা হয়।

আইন/বিধি/নীতিমালা প্রণয়ন

- ❑ বর্ণিত সময়ে ১০টি আইন, ৯টি প্রবিধানমালা, ১টি বিধিমালা ও ৯টি নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়। ২টি নীতিমালা বাস্তবায়ন কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়।
 - ❑ জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর আইন, ২০১০;
 - ❑ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নভোথিয়েটার আইন, ২০১০;
 - ❑ বাংলাদেশ ন্যাশনাল সায়েন্টিফিক অ্যান্ড টেকনিক্যাল ডকুমেন্টেশন সেন্টার (ব্যাঙ্গডক) আইন, ২০১০;
 - ❑ ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব বায়োটেকনোলজি আইন, ২০১০;
 - ❑ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি উন্নয়ন ট্রাস্ট আইন, ২০১১;
 - ❑ বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১২;
 - ❑ বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদ আইন সংশোধিত, ২০১৮;
 - ❑ বাংলাদেশ ওশানোগ্রাফিক রিসার্চ ইনস্টিটিউট আইন, ২০১৫;
 - ❑ পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র আইন, ২০১৫;
 - ❑ বঙ্গবন্ধু বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ফেলোশিপ ট্রাস্ট আইন, ২০১৬।

ডিজিটাইজেশন কার্যক্রম

ডিজিটাল হাজিরা, ই-ফাইলিং, ই-টেডারিং, ই-টিকেটিং, ই-লাইসেন্সিং, ই-লার্নিং, ভিডিও কনফারেন্সিং, অনলাইন প্রজেক্ট মনিটরিং সিস্টেম, Fellowship Application System, Patient Management System ইত্যাদি চালু করা হয়।

মানবসম্পদ উন্নয়ন

- বিগত দশ বছরে রাজস্ব খাত এবং কোম্পানিতে মোট ১৭৮৬ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীকে নিয়োগ প্রদান করা হয়।
- ২০১৭-১৮ অর্থবছরে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীগণকে পাবলিক প্রকিউরমেন্ট রুলস, ২০০৮, নথি ব্যবস্থাপনা, ই-নথি ব্যবস্থাপনা, ই-জিপি ইত্যাদি বিষয়ে ৬০ জনঘণ্টা ইন-হাউস প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। দেশের অভ্যন্তরে বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আয়োজিত ১৬১টি প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আওতায় মন্ত্রণালয় ও সংস্থার মোট ২,৩২৯ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

পরমাণু চিকিৎসাসেবা প্রদান

- ৩৩,৩৭,৩৫৭ জন রোগীকে পরমাণু চিকিৎসাসেবা দেওয়ার মাধ্যমে ১৭২ কোটি ৩২ লক্ষ ৯৬ হাজার ৮৬২ টাকা আয় করা হয়;
- পুনর্বাসন শল্য চিকিৎসায় ব্যবহারের জন্য হাসপাতাল/স্বাস্থ্য কেন্দ্রে জীবাণুমুক্ত ও প্রক্রিয়াজাত ৯৩,৭৬৩ সিসি বোন গ্রাফট ও ৩৬,১১২ টি অ্যামনিয়ন গ্রাফট সরবরাহ করে ৪৯ লক্ষ ০৯ হাজার ৭৮৮ টাকা আয় করা হয়;
- পরমাণু চিকিৎসায় ব্যবহারের জন্য ৭,৫৩২টি Tc99m জেনারেটর এবং ৮,৫৭৭.১৯ জিবিকিউ ও-১৩১ সরবরাহ করে মোট ৩ কোটি ৫৩ লক্ষ ৬৩ হাজার ৭৮১ টাকা আয় করা হয়।

বিশ্লেষণ সেবা প্রদান

- বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশন হতে গামা রেডিয়েশন ব্যবহার করে খাদ্যে ও চিকিৎসা সামগ্রীতে বিকিরণ প্রয়োগ, রাসায়নিক বিশ্লেষণ ও অন্যান্য সেবা খাত থেকে মোট ১৫ কোটি ৮৫ লক্ষ ৩৪ হাজার ৩৪৫ টাকা আয় করা হয়;

- আমদানিকৃত খাদ্যদ্রব্যের ১,১০,১০২টি নমুনার তেজস্ক্রিয়তা পরীক্ষার মাধ্যমে মোট ১২৭ কোটি ৯৮ লক্ষ ১৯ হাজার ১১০ টাকা আয় করা হয়;
- বিসিএসআইআর হতে বিভিন্ন পদার্থের ৪৯,৬৪৭টি নমুনার বিশ্লেষণ সেবা প্রদান করা হয়;
- এনআইবির গবেষণাগারসহ বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়/গবেষণা প্রতিষ্ঠানের ১৮৫টি নমুনার ডিএনএ সিকোয়েন্সিং সেবা প্রদান করা হয়;
- এনআইবির নিজস্ব গবেষণাগারে ৭২,৬০০ ইউনিট ট্যাক ডিএনএ পলিমারেজ এনজাইম উৎপাদন করে এনআইবির গবেষণা বিভাগগুলিতে ব্যবহার করা হয়।

গবেষণা কার্যক্রমে অর্জন

- বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদ হতে:
 - জ্বালানি সাশ্রয়ের লক্ষ্যে ২২টি জেলায় মোট ৭,৮০০টি বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট ও ২৮,০০০টি উন্নত চুলা স্থাপন করা হয়;
 - বর্ণিত সময়ে ৯৫টি নতুন প্রযুক্তি উদ্ভাবন করা হয়, ২০১টি প্রযুক্তি বাণিজ্যিকীকরণের জন্য হস্তান্তর করা হয় এবং ৪১টি নতুন প্রযুক্তির প্যাটেন্ট অর্জিত হয়;
 - ১০১টি শিল্প-কারখানার সমস্যা সমাধান করা হয় এবং ৮৪টি পরামর্শক সেবা প্রদান করা হয়;
 - লিনডে বাংলাদেশ লি. কর্তৃক ওয়েল্ডিং ইলেকট্রোড প্রস্তুতের সময় উৎপন্ন বর্জ্য হতে রুটাইল মিনারেল/খনিজ পৃথকীকরণের পদ্ধতি উদ্ভাবন করা হয়;
 - ইলেকট্রনিক বর্জ্য হতে ধাতব পদার্থ পুনর্ব্যবহারযোগ্য ও খনিজ বালু হতে মিনারেল প্রসেসিং বিষয়ে সিএসআইআরও, মেলবোর্ন, অস্ট্রেলিয়া (CSIRO) এবং কোরিয়া ইন্সটিটিউট অব জিওসাইন্স অ্যান্ড মিনারেল রিসোর্সেস (KIGAM)-এর সাথে যৌথ গবেষণা কার্যক্রম বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়;

- ৪৮৩টি আর অ্যান্ড ডি প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়;
 - ৩৩টি দেশীয় ও আন্তর্জাতিক সংস্থার সাথে সমঝোতা-স্মারক স্বাক্ষর করা হয়;
 - ১,৩২৬টি গবেষণা প্রবন্ধ দেশীয় ও আন্তর্জাতিক জার্নালে প্রকাশিত হয়;
 - ১৩৯টি ফেলোশিপ প্রদান করা হয়েছে এবং ৯৪৬ গবেষকের থিসিস সুপারভিশন/গবেষণা সহায়তা করা হয়;
 - ১৯টি দেশীয় ও আন্তর্জাতিক পুরস্কার অর্জন করা হয়েছে।
- **ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব বায়োটেকনোলজি হতে**
- দেশের বিভিন্ন গবেষণা ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে বাস্তবায়নাত্মক জীবপ্রযুক্তিভিত্তিক গবেষণা প্রকল্প ও বিশেষজ্ঞ জনবলের তথ্য সংগ্রহ করে ২০১৪ ও ২০১৬ সালে *ন্যাশনাল ডাটাবেজ অন বায়োটেকনোলজি রিসার্চ অ্যান্ড পারসোনেল* পুস্তিকা আকারে প্রকাশ করা হয়;
 - খরাসহিষ্ণু বেগুন ও ধানের জাত উন্নয়নের লক্ষ্যে টিস্যু কালচার পদ্ধতির মাধ্যমে স্থানীয় জাতের ব্রি ধান-১১ ও ব্রি বেগুন-০০-এর ইনভিট্রো রিজেনারেশন প্রটোকল প্রতিষ্ঠা করা হয়;
 - অর্থনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন উদ্ভিদ যথা কলা, স্ট্রবেরি, আপেল, নিশিন্দা, স্টিভিয়া, আপাং, কালোকেশী, জার্বেরা, চন্দ্রমল্লিকা, আলু, টমেটো, এলাচ এবং অ্যালোভেরার টিস্যু কালচারের মাধ্যমে নীরোগ চারা তৈরির প্রটোকল প্রতিষ্ঠা করা হয়;
 - দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগল ও হাঁসের মাইক্রোস্যাটেলাইট ডিএনএ বিশ্লেষণ করে জেনেটিক বিভিন্নতা নির্ণয় করা হয়;
 - মাছের শুক্রাণু সংরক্ষণের জন্য ক্রায়োপ্রিজার্ভেশন প্রটোকল প্রতিষ্ঠা করা হয়;
 - দেশি ও থাই সরপুঁটি মাছের জেনেটিক বৈচিত্র্য পর্যবেক্ষণ করা হয়;

- টাইপ-২ ডায়াবেটিস ম্যালাইটাস-সংশ্লিষ্ট জেনেটিক ভ্যারিয়েন্টের সাথে বাংলাদেশি মহিলাদের গর্ভকালীন ডায়াবেটিসের সংশ্লিষ্টতা নির্ণয় করা হয়;
- দেশে বিদ্যমান বিভিন্ন অঞ্চলের গরুতে দুধের বিটা-কেজিন (A1/A2) জিনসহ অন্যান্য জিনের বৈচিত্র্য বিশ্লেষণ করা হয়;
- বস্ত্র ও চামড়াশিল্পে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে গবেষণাগারে অ্যামাইলেজ ও কেরাটিনেজ অ্যানজাইমের উৎপাদন পদ্ধতি প্রমিতকরণ করে কার্যকারিতা পরীক্ষাকরণ;
- রোটো ভাইরাসজনিত ডায়রিয়া নিরাময়ের জন্য টিকা ও ঔষধের মডেল তৈরি এবং ঔষধি গাছ হতে টাইপ-২ ডায়াবেটিসের সম্ভাব্য ঔষধের মডেল তৈরি করা হয়;
- বাংলাদেশে প্রথমবারের মতো অ্যালোভেরার leaf spot রোগের জন্য দায়ী ছত্রাক শনাক্ত করা হয়;
- পীড়নসহিষ্ণু ফসলের জাত উদ্ভাবনে বেগুনের sHSP জিন শনাক্ত করা হয়;
- বাংলাদেশে প্রাপ্ত Hepatitis B virus-এর Whole Genome Sequencing ও গবেষণা নিবন্ধ প্রকাশ করা হয়;
- Campylobacter-এর ভ্যাক্সিন ও ঔষধ তৈরির উদ্দেশ্যে campyNIBase ডাটাবেজ তৈরি ও গবেষণা নিবন্ধ প্রকাশ করা হয়;
- বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের বিশেষ অনুদানপ্রাপ্ত ১৬টি গবেষণা প্রকল্পের গবেষণা কার্যক্রম সম্পাদন করা হয়;
- প্রশিক্ষণ বিভাগের উদ্যোগে Training on Basic Biotechnology শিরোনামে ছয় দিনব্যাপী ৩৯টি ব্যাচে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের মোট ৮২২ জন ছাত্র-ছাত্রীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়;
- Advanced Training on Biotechnology শিরোনামে ১০ দিনব্যাপী ৮টি ব্যাচে মোট ১২১ জন শিক্ষক, গবেষক এবং পেশাজীবীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়;

- জীবপ্রযুক্তি বিষয়ে জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সর্বমোট ১৪টি জনসচেতনতামূলক কার্যক্রম আয়োজন করা হয়, যাতে অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা ২,৮৭৮ জন;
- এনআইবি কর্তৃক ১৫টি সেমিনার/ওয়ার্কশপ আয়োজন করা হয়;
- বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের সর্বমোট ৭২ জন শিক্ষার্থীর গবেষণা তত্ত্বাবধান করা হয়;
- এনআইবির গবেষক কর্তৃক আন্তর্জাতিক ও জাতীয় জার্নালে ৭৯টি গবেষণা প্রবন্ধ প্রকাশ করা হয়।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জনপ্রিয়করণ কার্যক্রম

■ জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর হতে:

- ১৭টি বৈদেশিক প্রদর্শনী বস্তু সংগ্রহ করা হয়;
- ৪ ডি মুভি থিয়েটার স্থাপন ও নিয়মিত মুভি প্রদর্শন করা হয়;
- খিলার রাইডার উইথ প্রাইম মুভার সংগ্রহ ও এর সাহায্যে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিনামূল্যে ৪ ডি মুভি প্রদর্শন করা হয়;
- তরুণ বিজ্ঞানীদের উদ্ভাবনীশক্তি বিকাশের লক্ষ্যে আর্থিক ও কারিগরি সহায়তা প্রদানপূর্বক তরুণ বিজ্ঞানীদের উদ্ভাবিত ৬০টি প্রকল্পের মান উন্নত করা হয়;
- দেশের ৭৯টি বিজ্ঞান ক্লাবকে ১০.০০ লক্ষ টাকা অনুদান প্রদান করা হয়;
- দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের জনগণের দোরগোড়ায় বিজ্ঞানকে পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে ভ্রাম্যমাণ বিজ্ঞান প্রদর্শনী 'মিউজুবাস' সংগ্রহ করে নিয়মিত প্রদর্শন করা হয়;
- মিউজুবাসের জন্য ২৪টি প্রদর্শনী বস্তু, ১টি জেনারেটর ও ১টি ১২ ইঞ্চি টেলিস্কোপ সংগ্রহ করা হয়;

- ১টি আর্থ কোয়েক সিমুলেটর (প্রদর্শনী বস্তু) সংগ্রহ করা হয়;
 - মহাকাশবিজ্ঞান গ্যালারি ও শিশুদের জন্য শিশু বিজ্ঞান গ্যালারি চালু করা হয়;
 - উপজেলা, জেলা ও কেন্দ্রীয় পর্যায়ে জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সপ্তাহ উদযাপন করা হয়;
 - জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সপ্তাহ পালনের অংশ হিসেবে স্কুল-কলেজের শিক্ষার্থী ও অপেশাদার উদ্ভাবকদের প্রকল্প নিয়ে বিজ্ঞান মেলায় আয়োজন করা হয়;
 - ২০১৬-১৭ অর্থবছর থেকে উপজেলা, জেলা ও কেন্দ্রীয় পর্যায়ে বিজ্ঞান অলিম্পিয়াড চালু করা হয়;
 - জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘরের ৫০ বছর পূর্তিতে সুবর্ণজয়ন্তী পালন করা হয়;
 - ২০১৬-১৭ অর্থবছর থেকে জেলা ও কেন্দ্রীয় পর্যায়ে বিজ্ঞানবিষয়ক সেমিনার, কুইজ প্রতিযোগিতা আয়োজন করা হয়;
 - জাতীয় পর্যায়ের কুইজ ও অলিম্পিয়াড প্রতিযোগিতায় প্রথম থেকে পঞ্চম স্থান অধিকারীগণকে বৈদেশিক শিক্ষা সফরে প্রেরণ করা হয়;
 - মিউজিবাসের সাহায্যে ৪৪৮টি ভ্রাম্যমাণ বিজ্ঞান প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়;
 - ৮৬টি বিজ্ঞানবিষয়ক সেমিনার ও বক্তৃতামালার আয়োজন করা হয়;
 - ২৮টি বিজ্ঞানবিষয়ক প্রদর্শনী বস্তু সংগ্রহ করা হয়; এবং
 - দেশের সকল উপজেলায় উপজেলা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ক্লাব গঠন করা হয়।
- নভোখিয়েটার হতে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক জীবন সংগ্রামের ওপর ৩০ মিনিটব্যাপী অত্যাধুনিক ডিজিটাল ব্যবস্থা এবং প্ল্যানেটারিয়ামের সুবিশাল ডোমে প্রদর্শনযোগ্য একটি ছবি নির্মাণ করা হয় এবং নিয়মিত প্রদর্শন করা হয়।



সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি ও স্বাধীনতার স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক জীবন সংগ্রামের ওপর নির্মিত ৩০ মিনিটের ডিজিটাল ফিল্ম উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

- ❑ রূপপুর পরমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র প্রকল্প স্থাপন প্রক্রিয়ায় দেশের জনগণকে পারমাণবিক বিদ্যুৎ সম্পর্কে সঠিক ধারণা প্রদানের উদ্দেশ্যে নভোথিয়েটারে অত্যাধুনিক ৩-ডি প্রযুক্তিসমৃদ্ধ দেশের একমাত্র Nuclear Industry Information Centre স্থাপন করা হয়;
- ❑ দুটি Large Format Film সংগ্রহ, একটি Smart Step Floor, Smart Game এবং একটি 5D Interactive Edutainment Simulator সংগ্রহ করা হয়;
- ❑ প্ল্যানেটারিয়ামের বর্তমান অপটো-মেকানিক্যাল সিস্টেমের আপগ্রেডেশন ও ডিজিটাল ব্যবস্থা প্রবর্তনের মাধ্যম হাইব্রিড সিস্টেমে রূপান্তর করা হয়;
- ❑ বিজ্ঞানভিত্তিক জ্ঞান আহরণের জন্য ১৪টি সায়েন্টিফিক এক্সিবিট, ১৬টি ডিজিটাল এক্সিবিট এবং ৪০ সিটের 5D Movie Theatre স্থাপন করা হয়।

লাইসেন্স/পারমিট/এনওসি প্রদানসম্পর্কিত কার্যাবলি

- 3MW TRIGA MK-II Research Reactor পরিচালনার জন্য Reactor Operator (RO) License প্রদানের লক্ষ্যে বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশনের ২ জন বিজ্ঞানী এবং প্রকৌশলীর Reactor Operator (RO) Licence Examination গ্রহণ করা হয়;
- Center for Research Reactor (CRR)-এর দুইজন বিজ্ঞানী/প্রকৌশলীর নতুন Reactor Operator (RO) লাইসেন্স প্রদানের লক্ষ্যে ৭টি (সাত) ক্যাটাগরিতে গৃহীত লিখিত পরীক্ষার উত্তরপত্র মূল্যায়ন করে ফলাফল চূড়ান্ত করা হয়;
- Center for Research Reactor (CRR)-এর তিনজন বিজ্ঞানীর আবেদনের ভিত্তিতে Senior Reactor Operator (SRO) লাইসেন্স প্রদানের লক্ষ্যে লিখিত পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়;
- বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশনের Research Reactor-এর operation licence renew-এর জন্য SAR Review সম্পাদন করা হয়;
- ২০১৭-১৮ অর্থবছরে নিম্নবর্ণিত লাইসেন্স, পারমিট ও এনওসি প্রদান করা হয়:
 - নিউক্লীয় স্থাপনার লাইসেন্স প্রদান: ১টি
 - নিউক্লীয় স্থাপনার নিয়ন্ত্রণমূলক পরিদর্শন: ৮টি
 - এক্স-রে স্থাপনা ও তেজস্ক্রিয় পদার্থসহ অন্যান্য কর্মকাণ্ডের নতুন লাইসেন্স প্রদান: ৪৪৫টি
 - নবায়নকৃত লাইসেন্স প্রদান: ১,৩২১টি
 - আমদানি-রপ্তানি পারমিট প্রদান: ৪০২টি
 - এনওসি প্রদান: ৫১টি
 - আরসিও (RCO) নতুন সনদ: ৩৭৮টি

- আরসিও (RCO) নবায়নকৃত সনদ প্রদান: ৩৯১টি
- এক্স-রে স্থাপনা ও তেজস্ক্রিয় পদার্থসহ অন্যান্য বিকিরণ উৎসের পরিদর্শন: ৩৯৪টি
- বর্ণিত সেবা প্রদানের মাধ্যমে ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ১৩ কোটি ২৫ লক্ষ ১৪ হাজার আটচল্লিশ টাকা রাজস্ব অর্জিত হয়।

তথ্য সেবা প্রদান

- বাংলাদেশ ন্যাশনাল সায়েন্টিফিক অ্যান্ড টেকনিক্যাল ডকুমেন্টেশন সেন্টার (ব্যাসডক) হতে
 - ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের তথ্য বিজ্ঞান ও গ্রন্থাগার ব্যবস্থাপনা বিভাগে অধ্যয়নরত ছাত্র-ছাত্রীদের অংশগ্রহণে ২৫টি ব্যাচের ইন্টার্নশিপ কোর্স সম্পন্ন করা হয়;
 - তথ্য ব্যবস্থাপনায় ডিজিটাল পদ্ধতি প্রয়োগের অংশ হিসেবে দেশের বিভিন্ন আরঅ্যান্ডডি প্রতিষ্ঠান ও বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের গ্রন্থাগারিক ও গ্রন্থাগার সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের অংশগ্রহণে ১৩টি ই-বুক প্রস্তুতকরণ প্রশিক্ষণ কোর্স অনুষ্ঠিত হয়।
 - দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান থেকে ১,৪২,৩৩৬ পৃষ্ঠা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিষয়ক তথ্য সংগ্রহ করে ১,৪২,২৪৮ জন সুবিধাভোগীর মধ্যে ২,২৪,০৩৪ পৃষ্ঠা তথ্য বিতরণ করা হয়;
 - ব্যাসডক ওয়েবসাইটে ১০টি ডাটাবেজ স্থাপন করা হয়; এবং
 - ১,৬৯০টি বই ও ৯২৫টি (issues) জার্নাল সংগ্রহ করা হয়।

ফটো গ্যালারি



গবেষণা অনুদান প্রদান অনুষ্ঠানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা



রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের ১ম ইউনিটের প্রথম কংক্রিট ঢালাইকাজের শুভ উদ্বোধন উপলক্ষে স্মারক ডাকটিকেট উদ্বোধন করেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা



রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপন শ্রকল্প পরিদর্শন করেন
IAEA-ডিজি জনাব ইউকিয়া আমানো



রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের ১ম ইউনিটের কোর ক্যাচার স্থাপন অনুষ্ঠানে
মাননীয় মন্ত্রী ছুপতি ইয়াফেস ওসমান



মন্ত্রণালয়ের অধীন সংস্থার সাথে এপিএ স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে মাননীয় মন্ত্রী স্থপতি ইয়াফেস ওসমান



বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের এপিএ স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা



রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের ১ম ইউনিটের Design and Construction Licence প্রদান অনুষ্ঠানে মাননীয় মন্ত্রী স্থপতি ইয়াফেস ওসমান



সেক্টর লিডার্স ওয়ার্কশপ ২০১৮-এ মাননীয় মন্ত্রী স্থপতি ইয়াফেস ওসমান



জাতীয় বিজ্ঞান অলিম্পিয়াড অনুষ্ঠানে মাননীয় মন্ত্রী ছুপতি ইয়াফেস ওসমান



প্রযুক্তি উদ্ভাবন, গবেষণা ও উন্নয়ন কার্যক্রমবিষয়ক সেমিনারে
মাননীয় মন্ত্রী ছুপতি ইয়াফেস ওসমান



নাগরিক সেবায় উদ্ভাবন শীর্ষক কর্মশালায়
বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. আনোয়ার হোসেন



Bioinformatics for Sustainable Development in agriculture, health and
Environment শীর্ষক কর্মশালায় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. আনোয়ার হোসেন



প্রযুক্তি উদ্ভাবন, গবেষণা ও উন্নয়ন কার্যক্রমবিষয়ক সেমিনারে
বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. আনোয়ার হোসেন




তথ্য বিজ্ঞান ও গ্রন্থাগার ব্যবস্থাপনাবিষয়ক ইন্টারন্যাশনাল
বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. আনোয়ার হোসেন



বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসংস্থান চুক্তি হস্তান্তর অনুষ্ঠান



বাংলাদেশ ওশানোগ্রাফিক রিসার্চ ইনস্টিটিউটের পরিচালনা বোর্ডের সভা



প্রকাশকাল
অক্টোবর ২০১৮